কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৪

(১)তোমরা অন্তরে অস্থির হয়ো না। আল্লাহর ওপর ইমান রাখো, আমার ওপরও ইমান রাখো। (২)আমার প্রতিপালকের কাছে থাকার অনেক জায়গা আছে। যদি না থাকতো, তাহলে কি আমি তোমাদের বলতাম যে, আমি তোমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করতে যাচ্ছি? (৩)এবং যদি আমি যাই আর তোমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করি, আমি আবার ফিরে আসবো এবং তোমাদেরকে আমার কাছে নিয়ে যাবো, যেনো আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেখানে থাকতে পারো। (৪)আর আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে যাবার পথ তোমরা জানো।"

(৫)হযরত থোমা রা. তাঁকে বললেন, "হুজুর, আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা আমরা জানি না, আমরা কীভাবে সেই পথ জানবো?" (৬)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য ও জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই আল্লাহর কাছে আসতে পারে না।

(৭)যদি তোমরা আমাকে জানো, তাহলে আমার প্রতিপালককে জানবে। এখন থেকে তোমরা তাঁকে জানবে এবং তোমরা তাঁকে দেখেছো।"

(৮)হযরত ফিলিপ রা. তাঁকে বললেন, "হুজুর, প্রতিপালককে আমাদের দেখান, তাহলে আমরা সন্তুষ্ট হবো। " (৯)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "ফিলিপ, এতোদিন ধরে আমি তোমাদের সাথে সাথে আছি অথচ এখনো তুমি আমাকে চেনো না? যে আমাকে দেখেছে, সে প্রতিপালককে দেখেছে। (১০)কীভাবে তুমি বলতে পারো যে, 'প্রতিপালককে আমাদের দেখান?' তুমি কি বিশ্বাস করো না যে, আমি প্রতিপালকের মধ্যে আছি এবং প্রতিপালক আমার মধ্যে আছেন? আমি যেকথা বলি তা আমার নিজের কথা নয় কিন্তু যিনি আমার মধ্যে আছেন, সেই প্রতিপালক তাঁর নিজের কাজ করেন। (১১)আমার ওপর ইমান রাখো যে, আমি প্রতিপালকের মধ্যে আছি এবং প্রতিপালক আমার মধ্যে আছেন। কিন্তু তুমি যদি তা না করো, তবে কাজগুলোর জন্য আমার ওপর ইমান আনো।

(১২)আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার ওপর ইমান আনে, আমি যে-কাজ করি সে তা করবে; এমনকি এর থেকেও মহৎ কাজ করবে, কারণ আমি প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি।

(১৩)তোমরা আমার নামে যা চাবে, আমি তা করবো, যেনো একান্ত প্রিয় মনোনীতজনের মাধ্যমে আল্লাহ মহিমান্বিত হন। (১৪)তোমরা যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু চাও, তাহলে নিশ্চয়ই আমি তা করবো।

(১৫)যদি তোমরা আমাকে মহব্বত করো, তাহলে আমার হুকুমগুলো পালন করবে। (১৬)আমি প্রতিপালকের কাছে চাবো এবং তিনি তোমাদের সাথে চিরদিন থাকার জন্য আরেকজন সাহায্যকারী পাঠাবেন। (১৭)ইনি হচ্ছেন সত্যের রুহ। দুনিয়া তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ দুনিয়া তাঁকে দেখতে পায় না এবং জানেও না; কিন্তু তোমরা তাঁকে জানো, কারণ তিনি তোমাদের সাথে থাকবেন এবং তিনি তোমাদের মধ্যে থাকবেন।

(১৮)আমি তোমাদের অসহায় রেখে যাবো না, আমি তোমাদের কাছে আসবো। (১৯)কিছুদিনের মধ্যে দুনিয়া আমাকে আর দেখতে পাবে না কিন্তু তোমরা আমাকে দেখবে, কারণ আমি জীবিত এবং তোমরাও জীবিত থাকবে। (২০)সেদিন তোমরা জানবে যে, আমি প্রতিপালকের মধ্যে আছি আর তোমরা আমার মধ্যে আছো এবং আমি আছি তোমাদের মধ্যে।

(২১)আমার হুকুম যাদের কাছে আছে এবং যারা তা পালন করে, তারাই আমাকে মহব্বত করে। এবং যারা আমাকে মহব্বত করে, আমার প্রতিপালক তাদের মহব্বত করবেন; আমিও তাদের মহব্বত করবো এবং নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করবো।"

(২২)ইহুদা, ইস্কারিয়োত নন- তাঁকে বললেন, "হুজুর, এটি কেমন কথা যে, আপনি নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন অথচ দুনিয়ার কাছে নয়।" (২৩)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "যারা আমাকে মহব্বত করে, তারা আমার হুকুম পালন করবে এবং আমার প্রতিপালক তাদের মহব্বত করবেন আর আমরা এসে তাদের মধ্যে বসবাস করবো।

(২৪)যে আমাকে মহব্বত করে না, সে আমার কালাম পালন করে না। এবং তোমরা যে কালাম শুনছো তা আমার নয় কিন্তু তা আমার প্রতিপালকের, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

(২৫)আমি তোমাদের সাথে থাকতে থাকতেই তোমাদের এসব কথা বলছি। (২৬)কিন্তু সাহায্যকারী, যিনি সত্যের রুহ, যাকে প্রতিপালক আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি তোমাদের সবকিছু শিক্ষা দেবেন। এবং আমি যা যা বলেছি, তার সব তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন। (২৭)আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি; আমার শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি। দুনিয়া যেভাবে দেয় আমি সেভাবে তোমাদেরকে দেই না। তোমাদের অন্তর অস্থির হতে দিয়ো না এবং ভয় পেয়ো না।

(২৮)তোমরা আমাকে একথা বলতে শুনেছো, 'আমি চলে যাচ্ছি এবং আমি আবার তোমাদের কাছে আসছি। ' যদি তোমরা আমাকে মহব্বত করো, তাহলে আনন্দ করবে, কারণ আমি আল্লাহর কাছে যাচ্ছি এবং তিনি আমার থেকে মহান।

(২৯)এসব ঘটার আগেই আমি তোমাদের বললাম, যেনো যখন এসব ঘটবে, তখন তোমরা ইমান আনতে পারো। (৩০)আমি তোমাদের আর বেশি কথা বলবো না, কারণ এই দুনিয়ার শাসনকর্তা আসছে। আমার ওপর তার

কোনো ক্ষমতা নেই। (৩১)প্রতিপালক আমাকে যে-হুকুম দিয়েছেন, আমি তা-ই করছি, যেনো দুনিয়া জানতে পারে যে, আমি প্রতিপালককে মহব্বত করি। ওঠো, চলো, আমরা আমাদের পথে যাই।